সমকাল

তারিখ 24 SEP 2013
পৃঃ ৪ কলাম ২

কলেজে তালা

আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বটে

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া শেখ হাসিনা আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে শিক্ষার্থীরা- সোমবার এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সমকাল। লোকালয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত এ খবর থেকে জানা যায়, নিয়মিত পাঠদানের দাবিতে শিক্ষার্থীরা প্রায় এক ঘণ্টা অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের অবরুদ্ধ করে রাখে। এ সময় তারা মিছিলও করেছে। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসে অধ্যক্ষকে মুক্ত করেন। কলেজটিতে নিয়মিত অধ্যক্ষের পদও শূন্য রয়েছে। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সাংবাদিকদের জানান, কলেজে বাংলা ও ইংরেজিসহ ৯টি বিষয়ের শিক্ষকের পদে বর্তমানে কেউ নেই। শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ তাই সঙ্গত বলেই মনে হয়। তারা শ্রেণী শিক্ষকদের পেতে চায় এবং শিখতে চায়। কিন্তু এর ব্যবস্থা নেই। কলেজটির নামের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম যুক্ত রয়েছে। কোটালীপাড়া তার নির্বাচনী এলাকার একটি উপজেলা। এরকম একটি কলেজে ৯টি বিষয়ের শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে, এ খবর বিস্ময় সৃষ্টি করে বৈকি। বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষিতদের জন্য কলেজে শিক্ষকতা এখনও একটি সম্মানজনক চাকরি হিসেবে বিবেচিত। তদুপরি কোটালীপাড়া কোনো দুর্গম এলাকা নয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী এলাকাও ছিল কোটালীপাড়া। সেই কলেজটিতে কেন শিক্ষকদের এতগুলো পদ শূন্য রয়েছে, সেটা গুরুতর অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে। কলেজে নিয়োগদানের প্রধান দায়িত্ব গভর্নিং বডির। তাদের বেতন-ভাতার প্রায় সবটাই আসে সরকারি তহবিল থেকে। এ অবস্থায় কেন এতগুলো পদ শূন্য থাকবে? বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কলেজ ও হাসপাতালে শিক্ষক এবং চিকিৎসকরা থাকতে চান না, এটা বড় ধরনের সমস্যা। সবাই আসতে চান রাজধানী কিংবা অন্য কোনো বড় শহরে। কোটালীপাড়ার আদর্শ মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকদের এত পদ শূন্য থাকার এটাই কি কারণ? প্রধানমন্ত্রীর নাম ধারণ করা একটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার পেশায় যুক্ত থাকতে পারা অনেকের জন্যই সৌভাগ্যের বিষয় হিসেবে গণ্য হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে সেটা ঘটেনি। কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটি এ বিষয়ে দায়দায়িত্ব এড়াতে পারে না। শিক্ষার্থীরা অতিষ্ঠ হয়েই আন্দোলনে নেমেছে। তাদের দাবি যথার্থ এবং সেটা পূরণে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতেই হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এ ধরনের সমস্যা গ্রামাঞ্চলের আরও কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে বলেই ধারণা। সেগুলোও জরুরি মনোযোগ দাবি করে।